

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবতার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে নরেন্দ্রাদির বিচার

নরেন্দ্র -- Proof (প্রমাণ) না হলে কেমন করে বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন।

গিরিশ -- বিশ্বাসই sufficient proof (যথেষ্ট প্রমাণ)। এই জিনিসটা এখানে আছে, এর প্রমাণ কি? বিশ্বাসই প্রমাণ।

একজন ভক্ত -- External world (বহির্জগৎ) বাহিরে আছে ফিলসফার (দার্শনিকরা) কেউ Prove করতে পেরেছে? তবে বলেছে irresistible belief (বিশ্বাস)।

গিরিশ (নরেন্দ্রের প্রতি) -- তোমার সম্মুখে এলেও তো বিশ্বাস করবে না! হয়তো বলবে, ও বলেছে আমি ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসেছি, ও মিথ্যাবাদী ভণ্ড।

দেবতারা অমর এই কথা পড়িল।

নরেন্দ্র -- তার প্রমাণ কই?

গিরিশ -- তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না!

নরেন্দ্র -- অমর, past-ages-তে ছিল, প্রুফ চাই।

মণি পল্টুকে কি বলিতেছেন।

পল্টু (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে) -- অনাদি কি দরকার? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- নরেন্দ্র উকিলের ছেলে, পল্টু ডেপুটির ছেলে। (সকলের হাস্য)

সকলে একটু চুপ করিয়া আছেন।

যোগীন (গিরিশাদি ভক্তদের প্রতি সহাস্যে) -- নরেন্দ্রের কথা ইনি (ঠাকুর) আর লন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) -- আমি একদিন বলছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাড়া আর কিছু খায় না। নরেন্দ্র বললে, চাতক এ-জলও খায়। তখন মাকে বললুম, মা এ-সব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল! ভারী ভাবনা হল। একদিন আবার নরেন্দ্র এসেছে। ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখি উড়ছিল দেখে বলে উঠল, 'ওই! ওই!' আমি বললাম, কি? ও বললে, 'ওই চাতক! ওই চাতক!' দেখি কতকগুলো চামচিকে। সেই থেকে ওর কথা আর লই না। (সকলের হাস্য)

[ঈশ্বর-রূপদর্শন কি মনের ভুল?]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- যদু মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, তুমি ঈশ্বরের রূপ-টুপ যা দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক হয়ে ওকে বললাম, কথা কয় যে রে? নরেন্দ্র বললে, ও অমন হয়। তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম! বললাম, মা, এ কি হল! এ-সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তখন দেখিয়ে দিলে -- চৈতন্য -- অখণ্ড চৈতন্য -- চৈতন্যময় রূপ। আর বললে, ‘এ-সব কথা মেলে কেমন করে যদি মিথ্যা হবে!’ তখন বলেছিলাম, ‘শালা, তুই আমায় অবিশ্বাস করে দিছলি! তুই আর আসিস নি!’

[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ -- শাস্ত্র ও ঈশ্বরের বাণী -- Revelation]

আবার বিচার হইতে লাগিল। নরেন্দ্র বিচার করিতেছেন! নরেন্দ্রের বয়স এখন ২২ বৎসর চার মাস হইবে।

নরেন্দ্র (গিরিশ, মাস্তার প্রভৃতিকে) -- শাস্ত্রই বা বিশ্বাস কেমন করে করি! মহানির্বাণতন্ত্র একবার বলছেন, ব্রহ্মজ্ঞান না হলে নরক হবে। আবার বলে, পার্বতীর উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নাই! মনুসংহিতায় লিখছেন মনুরই কথা। মোজেস লিখছেন পেন্ট্যাটিউক্, তাঁরই নিজের মৃত্যুর কথা বর্ণনা!

“সাংখ্য দর্শন বলছেন, ‘ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ’। ঈশ্বর আছেন, এ প্রমাণ করবার জো নাই। আবার বলে, বেদ মানতে হয়, বেদ নিত্য।

“তা বলে এ-সব নাই, বলছি না! বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে দাও! শাস্ত্রের অর্থ যার যা মনে এসেছে তাই করেছে। এখন কোন্টা লব? হোয়াইট লাইট (শ্বেত আলো) রেড মীডিয়ম-এর (লাল কাচের) মধ্য দিয়ে এলে লাল দেখায়। গ্রীন মীডিয়ম-এর মধ্য দিয়ে এলে গ্রীন দেখায়।”

একজন ভক্ত -- গীতা ভগবান বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- গীতা সব শাস্ত্রের সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে, গীতা একখানি ছোট থাকবে।

একজন ভক্ত -- গীতা শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন!

নরেন্দ্র -- শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন! --

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক হইয়া নরেন্দ্রের এই কথা শুনিতেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- এ-সব বেশ কথা হচ্ছে।

“শাস্ত্রের দুইরকম অর্থ -- শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মার্থটুকু লতে হয়; যে ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মিলে। চিঠির কথা, আর যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে তার মুখের কথা, অনেক তফাত। শাস্ত্র হচ্ছে চিঠির কথা; ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।”

আবার অবতারের কথা পড়িল।

নরেন্দ্র -- ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকলেই হল। তারপর তিনি কোথায় বুলছেন বা কি করছেন এ আমার দরকার নাই। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড! অনন্ত অবতার!

‘অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড’, ‘অনন্ত অবতার’ শুনিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিলেন ও বলিতেছেন, ‘আহা!’

মণি ভবনাথকে কি বলিতেছেন।

ভবনাথ -- ইনি বলেন, ‘হাতি যখন দেখি নাই, তখন সে ছুঁচের ভিতর যেতে পারে কিনা কেমন করে জানব? ঈশ্বরকে জানি না, অথচ তিনি মানুষ হয়ে অবতার হতে পারেন কিনা, কেমন করে বিচারে দ্বারা বুঝব!’

শ্রীরামকৃষ্ণ -- সবই সম্ভব। তিনি ভেলকি লাগিয়ে দেন! বাজিকর গলার ভিতর ছুরি লাগিয়ে দেয়, আবার বার করে। ইট-পাটকেল খেয়ে ফেলে!